ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টার ফিচার উইন্ডোজ ৭-এর সহায়ক টুল

লুৎফুন্নেছা রহমান

কমপিউটার সাথে বিভিন্ন পেরিফেরালকে যুক্ত করতে হয় পরিপূর্ণ কমপিউটিং এক্সপেরিয়েন্সের জন্য। উইন্ডোজ৭-এ পিসির সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেরিফেরালে অ্যাক্সেস করার সহজ উপায় হলো ডিভাইসেস অ্যান্ড প্রিন্টার্স (Devices and Printers) ফিচার ব্যবহার করা। এটি একটি শক্তিশালী ও কার্যকর টুল এবং খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। এই টুলটি উইন্ডোজ এক্সপি এবং ভিস্তার প্রিন্টার্স ফিচারের মতো। তবে উইন্ডোজ৭-এর ডিভাইসেস অ্যান্ড প্রিন্টার্স ফিচারের মাধ্যমে পিসিতে ইনস্টল করা সব ধরনের হার্ডওয়্যার, রিমিউ ম্যানেজ করা যায় খুব সহজেই।

অনুরূপভাবে ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টার্স ফিচার প্রদর্শন করে কোন কোন হার্ডওয়্যার বা ওয়্যারলেসভাবে অর্থাৎ তার বা তারবিহীনভাবে যুক্ত। বুঝতে পারবেন কোন কোন ডিভাইস যথাযথভাবে কাজ করছে, কোন ডিভাইসগুলো বিযুক্ত বা ডিসকানেকটেড বা কোন ডিভাইসগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। শুধু তাই নয়, বাটনে এক ক্লিকের মাধ্যমে আপনি একটি নতুন প্রিন্টার এবং অন্য হার্ডওয়্যার যুক্ত করতে পারবেন।

ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টার্স টুলে সম্পৃক্ত করা হয়েছে Device Stage নামের এক ফিচার, যা দেয় সেটিংয়ের এক সিলেকশনও যা বৈশিষ্ট্যসূচক ডিভাইসকে বিন্যাস করে।

এ লেখায় ডিভাইসেস অ্যান্ড প্রিন্টার্স ফিচার সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয় সবকিছুই সংক্ষেপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সহজ ব্যবহারযোগ্য

ডিভাইস অ্যান্ড হার্ডওয়্যার টুলের গভীরে ঢোকার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনাকে বুঝতে হবে এই ফিচারটি শুধু সেসব হার্ডওয়্যারকে দেখাবে যেগুলো একান্তই আপনার পিসির সাথে যুক্ত। যেমন প্রিন্টার, ইউএসবি হার্ডডিস্ক এবং ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি। ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার যেমন পিসির গ্রাফিক্স কার্ড এবং হার্ডডিস্ক প্রদর্শিত হবে না।

ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে উইন্ডোজ ৭-এর ডিভাইস ম্যানেজার। এই ফিচারে অ্যাক্সেস করার জন্য Start-এ ক্লিক করে Computer-এ ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করুন। এরপর আবির্ভূত উইন্ডোর বাম দিকের Device Manager লিঙ্কে ক্লিক করুন। Devices and Printers ফিচার ওপেন করার জন্য শুরু করুন স্টার্ট মেনু থেকে। এটি খুব সহজে ব্যবহার করা যায় প্রতিটি ডিভাইসের দীর্ঘ আইকন থেকে। যদি আপনি ছোট আইকন বা শুধু লিস্ট দেখতে চান, তাহলে Alt কী চেপে ভিউকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন View মেনুতে ক্লিক করে Large Icons সিলেক্ট করে।

আপনার কমপিউটারে কোন ধরনের পেরিফেরাল যুক্ত আছে তার ওপর ভিত্তি করে ডিসপে-কে দুই বা ততোধিক সেকশনে টুকরো তথা স্পিলিট করা যায়। এগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ওপেন করা যেতে পারে সেকশন নেমের পাশে ছোট অ্যারোতে ক্লিক করে। কখনো কখনো দু'টি সেকশন দেখা যেতে পারে, যেমন Devices এবং Printers and Faxes সেকশন।

আইকন উন্নত করা

প্রতিটি ডিভাইস কী, তা খুব সহজেই বোঝা যায়, কেননা উইন্ডোজ ৭-এর প্রতিটি ডিভাইসকে যথাযথ আইকন দিয়ে অ্যাসাইন করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি ডিভাইসের প্রকৃত ছবি দিয়ে অ্যাসাইন করা হয়েছে। যদি কোনো কোনো ডিভাইসের ধূসর বর্ণ দূর হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে ডিভাইসের সুইচ অফ করা আছে কিংবা ডিভাইসটি কানেকটেড নয় অর্থাৎ সংযোগবিহীন হয়ে পড়েছে। এমনকি একটি আইকনের নিচে বাম প্রান্তে একটি ছোট সিম্বল আবির্ভূত হতে পারে, যেমন একটি বিস্ময়কর চিহ্ন বা দু'জন লোকের ছোট ইমেজ, যার অর্থ হলো এই পেরিফেরালটি আপনার হোম নেটওয়ার্কের অন্য পিসির সাথে শেয়ার করতে পারবে।

পিসির পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিস্তারিত তথ্যসহ ডিভাইস সম্পর্কে আরো তথ্য পেতে পারেন আইকনে ক্লিক করে। ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টার্স সেকশনের নিচের অংশের উইন্ডো প্রদর্শন করবে বিস্তারিত তথ্য, যেমন ডিভাইসের ম্যানুফ্যাকচারার এবং এর বর্তমান স্ট্যাটাস। যদি কোনো ডিভাইসের পাশে বিস্ময়কর চিহ্ন দেখা যায়, তাহলে আপনি উইন্ডোজ ৭-এর ট্রাবলশুটিং উইজার্ড থেকে ডিভাইসেস অ্যান্ড প্রিন্টার্স উইন্ডো থেকে রান করতে পারবেন। এ কাজটি করার জন্য ডিভাইসেস আইকনে ডান ক্লিক করে Troubleshoot অপশন সিলেক্ট করুন।

একটি ডিভাইসকে ডান ক্লিক করলে প্রদর্শিত হবে বিভিন্ন ধরনের অপশন, যেখান থেকে আপনি বেছে নিতে পারবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত অপশনটি। এ লিস্টটি নির্ভর করবে আপনার হার্ডওয়্যারের ধরনের ওপর। উদাহরণস্বরূপ, আপনার কিবোর্ডের জন্য আইকনে ডান ক্লিক করলে প্রদর্শিত হবে একটি শর্টকাট, যা রিজিওনাল সেটিং পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহার করা যায়। আবার মনিটর আইকনে ডান ক্লিক করে Display Settings উইন্ডোতে ভিজিট করতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য ডিভাইসের জন্য রয়েছে ম্যানুফেকচারার সাপোর্ট পেজের লিঙ্ক।

ডিভাইস স্টেজ

কিছু কিছু নতুন ডিভাইস উইন্ডোজ ৭-এর ডিভাইস স্টেজ (Device Stage) টুলের সাথে কম্প্যাটিবল, যেখানে অ্যাক্সেস করা যায় হার্ডওয়্যার আইকনে ডাবল ক্লিক করে। যদি ডিভাইস স্টেজ পর্যাপ্ত হয়, তাহলে একটি নতুন উইন্ডো আবির্ভূত হবে, যেখানে ওই ডিভাইস সংশি-ষ্ট নির্দিষ্ট অপশনগুলো থাকবে। আপনি উইন্ডোর বাম দিকে ডিভাইসের একটি ছবি দেখতে পারবেন। আপনার ডিভাইস স্টেজের সাথে কম্প্যাটিবল নয় এমন হার্ডওয়্যার আইকনে ডাবল ক্লিক করলে আপনাকে ওই ডিভাইসের পরিবর্তে নিয়ে যাবে Properties উইন্ডোতে।

আপনার পিসির সাথে ইতোমধ্যে সংযুক্ত ডিভাইসগুলো প্রদর্শন করার চমৎকার উইন্ডো হলো ডিভাইসেস অ্যান্ড প্রিন্টার্স উইন্ডো, তবে এটি নতুন হার্ডওয়্যার যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ফোন। দু'টি বাটন উইন্ডোর উপরে বাম পাশের উইন্ডোতে দেখা যায়, যেমন Add a device এবং Add a printer অপশন। বাস্তবতা হলো আপনাকে ব্যবহার করতে হয় Adda device বাটন, যেহেতু উইন্ডোজ ৭ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভাইস যুক্ত করে যখনই আপনি সেগুলো পিসিতে যুক্ত করবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, Add a device প্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা দিতে পারে যখন আপনার কমপিউটারে ব-ুটুথ ওয়্যারলেস ফোন সেট করবেন।

ব-ুটুথ ফোন যুক্ত করার জন্য আপনার কাছে থাকতে হবে ব-ুটুথ অ্যাডাপ্টার এবং ফোনের ব-ুটুথ অপশন সুইচ থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, আপনাকে নিশ্চিত থাকতে হবে, ফোনের ব-ুটুথ সেটিং দৃশ্যমান তথা visible অথবা shown to all-এ সেট করা থাকতে হবে। এবার Add a device বাটনে ক্লিক করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে উইন্ডোজ আপনার ফোন আবিষ্কার করবে এবং স্ক্রিনে প্রদর্শন করবে।

যদি ইউএসবির মাধ্যমে পিসিতে প্রিন্টার যুক্ত করেন, তাহলে সম্ভবত আপনাকে Add a printer বাটন ব্যবহার করতে হবে না। কেননা অন্যান্য ডিভাইসের মতো উইন্ডোজ ৭ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা শনাক্ত করতে পারবে। তবে যাই হোক, আপনাকে এই অপশন ব্যবহার করতে হবে যদি আপনি প্রিন্টারে অ্যাক্সেস করতে চান, যা আপনার নেটওয়ার্কের অন্য কমপিউটারকে যুক্ত করে।

কোন কোন পেরিফেরালস আপনার পিসির সাথে যুক্ত তা দ্রুতগতিতে শনাক্ত করতে সক্ষম করে তুলেছে উইন্ডোজ৭-এর ডিভাইসেস অ্যান্ড প্রিন্টার্স টুল। এর মাধ্যমে সমন্বয় করতে পারবেন ডিভাইস সেটিং, ট্রাবলশুট সমস্যা এবং ইনস্টল করতে পারবেন নতুন হার্ডওয়্যার।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com